২১-০৩-১ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা সঙ্গমযুগে ভবিষ্যতের উপার্জনের জন্য পড়ি, বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন।"

প্রশ্ন:- নিজের ওপর নিজে কৃপা বা আশীর্বাদ করার নিয়ম কি?

উত্তর:- নিজের ওপর নিজে কৃপা বা আশীর্বাদ করার জন্য বাবার পড়া রোজ পড়তে থাকো। কখনো সঙ্গদোষে এসে পড়াতে গাফিলতি করো না । যে সর্বদা শ্রীমৎ অনুসারে চলে, সে নিজেই নিজের ওপর কৃপা করে। সে বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে থাকে।

গীত:- আমি এক ছোট্ট বাচ্চা .....

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ, যখন মানুষ গীতা শোনায় তখন চিরকাল এটাই বলে থাকে সাকার কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে এই রাজযোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা আমি তোমাদের রাজত্ব প্রাপ্ত করিয়ে দিচ্ছি। কৃষ্ণ তো কেবল সত্যযুগের রাজকুমার ছিল। এইটাই হল গীতার মুখ্য ভুল। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভগবান শিব আমাদেরকে এই শরীরের দ্বারা পড়াচ্ছেন। শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে। যে কোনো জন্মদিনই পালন করা হয়। আত্মার তো প্রথম থেকে একটাই নাম চলে আসছে। বাবা বলেন, আমি গর্ভ থেকে জন্ম নিইনা। আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন ভেতরে নাড়াচাড়া করে। বোঝা যায় যে ভেতরে আত্মা প্রবেশ করেছে। বাচ্চার অঙ্গ চলতে থাকে। এইসব কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর মানুষ যে ভাবে শোনায় তারা কখনো এইভাবে বলেনা যে আমি আত্মা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। তারা শরীরের দ্বারাই খ্যাত। এই বাবা তো বিচিত্র, এঁনার নিজের শরীর নেই। শরীরধারীকে কখনো ভগবান বলা উচিত নয়, তা সে স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম। আত্মা এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। ওরা তো বসে বসে মানুষেরই বানানো শাস্ত্র শোনায়। এটা একেবারেই নতুন কথা । ভাবানুবাদ : ভগবান কে? যাকে সকল ভক্তই ভগবান বলে স্মরণ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের নাম তো জানে। হে ব্রহ্মা, হে বিষ্ণু বলে ডাকে, তারা হল দেবতা। ভগবান বললে নিরাকারই স্মরণে আসে। নিরাকার পরমাত্মারই বন্দনা করে। উনি বলছেন আমিও আত্মা, কিন্তু সুপ্রীম (পরম)। আমারও চিত্র বানায়। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরও চিত্র বানায়। মন্দিরে বড় শিবলিঙ্গও রাখে আর ছোট শালিগ্রামও রাখে, যার থেকে প্রমাণিত হয় যে ঐ সমস্ত আত্মারা হল পরমাত্মার সন্তান। বাবা সর্বদাই বাচ্চাদের থেকে বড় হন তাই বড় শিবলিঙ্গ বানায়। বাস্তবে আমি কোনো বড় শালিগ্রাম নয়। আত্মা আকারে বড় ছোট হয়না। মানুষ আকারে বড় ছোট হয়, এছাড়া সকল আত্মাই একই রকম। কিন্তু আমি হলাম পরম আত্মা, উঁচুর থেকেও উঁচু পরমধামের নিবাসী। উঁচুর থেকেও উঁচু পরমপিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। রচয়িতাকে বীজ বলা হয়। যেরকম জড় বীজ লাগানো হয় এবং সেখান থেকে গাছ বেরিয়ে আসে। ঠিক সেইরকম আত্মার রূপ দেখ কিরকম আর শরীরের কত বিস্তার। তাহলে প্রথম নতুন কথা হল এটা যে এখানে পরমাত্মা বাবা পড়ান। যখন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানুবাচ তখন পরীক্ষাও অনেক উঁচু হবে। ভগবান বলছেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি যার দ্বারা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য তোমাদের দেবতা বানিয়ে দিই। তারপর সেখানে তোমরা সূর্যবংশী হও বা চন্দ্রবংশী। অনেক রকমের পদ আছে। এই সমগ্র রাজধানীর স্থাপনা

হয়। এটা হল সঙ্গমযুগ। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা এই জন্মের জন্য পড়ছ না । এটা হল ভবিষ্যতের উপার্জন। বাকি যা কিছু করতে থাকে সেইগুলো সব এই জন্মের জন্য। মানুষ মনে করে যে ভবিষ্যতের জন্য কেন ভাবব, যা হওয়ার হবে দেখা যাবে। বাচ্চারা তোমরা নিশ্চয় করো যে আমরা আগামী জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পড়ছি। বাবা আগামী ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, এই নিশ্চয়ে তোমরা পড়ছ। নিশ্চয় ছাড়া কেউ এখানে বসতে পারবে না । এখানে কোনো পন্ডিতরা পড়ায়না, কিন্তু নিরাকার ভগবান পড়ান। আত্মাদের খুশি হয় যে আমাদেরকে বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন, ওঁনার তো নিজের শরীর নেই। তিনি স্বয়ং বলছেন আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকে এই ব্রহ্মার শরীরেই আসতে হয়। এটা হলো অনাদি পূর্বনির্ধারিত নাটক। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্মরণ আসছে। মূলবতনে আমরা আত্মারা থাকি। আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এটা আসেনা যে আমরা আত্মারা বাবার সাথে পরমধামের নিবাসী, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। আমরা আত্মারা হলাম একদম ছোট তারার মত। পূজার জন্য বড় বানিয়েছে। কিন্তু এতবড় আত্মা তো এইখানে ভ্রুকুটিতে বসতে পারবেনা। গায়ন আছে ভ্রুকুটির মাঝে চকমক করে আজব তারা...। তারা কত ছোট। এটা হলো পূর্বনির্ধারিত অবিনাশী নাটক। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের নিজের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে এবং সবাই নিজের নিজের সেই পার্ট পুনরায় প্লে করছে। এতে একটুও তফাৎ হওয়া সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে যে পার্ট একবার হয়ে গেছে সেইটাই পুনরায় হবে। এতে ভুল ত্রুটি হতে পারে না । এটা হল একদম নতুন কথা। কোটির মধ্যে কেউ বুঝতে পারে। ৮-১০ বছরের বাচ্চারাও পড়া ছেড়ে দেয়, সঙ্গদোষ লেগে যায়। এই পড়া এমনই যে যতক্ষণ জীবিত আছ পড়তে থাকো। শেষ সময় পর্যন্ত এই পড়া চলতে থাকবে। এই পড়া আমরা আগামী ২১ জন্মের জন্য পড়ছি। বাচ্চাদের এই নেশা চড়ে যে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। কেউ যদি রাজার বাচ্চা হয় আর রাজাই বসে তাকে পড়ায় তাহলে সে বলবে আমার বাবা মহারাজা আমাকে পড়ান। এখানে পতিত পাবন বাবা আমাদেরকে পড়ান, রাজযোগ শেখান। অন্তরে সর্বদা অফুরন্ত খুশী থাকা উচিত। আমরা গডলী স্টুডেন্ট (ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী), গড ফাদার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে স্বর্গের স্বরাজ্য নিচ্ছি। কত সহজ কথা। কিন্তু এই পড়াতে মায়ার অনেক বিঘ্নও পড়ে। চলতে চলতে পড়া ছেড়েও দেয়। এই রুহানী পড়া প্রতিদিন পড়তে হবে, সেইজন্যই এই টেপ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা আছে। মানুষ পড়ার জন্য আমেরিকা, লন্ডনেও যায়। আর এখানে তো ঘরে থেকেও পুরো পড়েনা। বোঝেই না যে পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবান, যিনি ত্রিলোকীনাথ, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, মুক্তিদাতা, গাইড তার দেখ কত মহিমা। কিন্তু বাবাকে তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই চেনে। এই সময়ে তোমরা হলে গুপ্ত। তোমরা জানো যে আমরা হলাম মূলবতনের নিবাসী, এরপর সূক্ষ্মবতনও আছে। সেই সূক্ষ্মবতনে কন্যারা(দিদিরা) যায়। মানুষ সাক্ষাৎকার করে, কিন্তু তোমরা তো বাস্তবিকই যাও। সূক্ষ্মবতনে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাথে দেবতাদের মিলন হয়। ওটা হলো ব্রাহ্মণ আর দেবতাদের সঙ্গম। এটা হল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের সঙ্গম। ওখানে ভোগ নিয়ে যায়। অন্তিমে অনেক সাক্ষাৎকার হবে। যেমন কন্যা যখন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুড় বাড়ি যায় তখন খুব ধুমধামের সাথে বাজনা বাজায়, সেইরকম অন্তিমেও অনেক সাক্ষাৎকার হবে। শুরু শুরুতে তোমরা অনেক কিছু দেখেছো, এরপর শেষেও অনেক কিছু দেখবে। পড়তে থাকলে তবেই তো দেখবে। যদি কারো কর্মবন্ধন না থাকে তাহলে পড়াতে পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি কারো কেউ মারা যায় তখন বোঝা যায় যে এবার সে ভালোভাবে পড়তে পারবে কারণ বন্ধন কেটে গেছে। এবার অনেক পুরুষার্থ করো আর ভালো পদ পাও। এই জ্ঞান খুবই আশ্চর্যজনক। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বলছেন - বাচ্চারা, এখন গাফিলতি করো না । মায়া তোমাদের দীপক হঠাৎ নিভিয়ে দেবে, তাই বাবাকে

ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে আর পড়তে হবে। যতক্ষণ এইখানে বসে আছে ততক্ষণ সরাসরি শোনার ফলে নেশা চড়ে। বাইরে গেলে নেশা হারিয়ে যায়। যেমন সঙ্গ সেইরকম রং লেগে যায়। যদি বন্ধন না থাকে তাহলে বসে বসে পড়ো আর পড়াও। খুব সুন্দর চিত্র বানানো আছে। বাবা যুক্তি রচনা করেছেন, যারা গ্রামে থাকে তারা কিভাবে শিখবে। এখানে তো স্লাইডের সাহায্যেও শিখতে পারে। দিন প্রতিদিন উন্নতি হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন স্বদর্শন চক্র ঘোরানো উচিত। বুদ্ধিতে থাকলে তবেই তো কাউকে বোঝাতে পারবে। না হলে টিচার বুঝে যায় যে এর পড়াতে মনোযোগ নেই। অনেক দেহ অভিমান আছে। মিত্র সম্বন্ধী, শরীরের ভান ইত্যাদি স্মরণে থাকে, তাই ধারণা হয় না । তখন আমরা বলি ভাগ্যে নেই। কত বোঝানো হয় তবুও শ্রীমৎ অনুসারে চলে না । বাচ্চারা প্রশ্ন করে বাবা কি হয়? *বাবা বলেন তোমরা ঠিক করে পড়ছ না , এতে তো আশীর্বাদের কোনো কথাই নেই। আমি পড়াই, তুমি পড়ে নিজের ওপর কৃপা করো। শ্রীমৎ অনুসারে চলা – এইটাই হলো কৃপা। না চলা অর্থাৎ নিজের ওপর অকৃপা করে অভিশপ্ত করে দেওয়া*। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার না নিয়ে রাবণের মত অনুসারে চলে নিজেকে অভিশপ্ত করে দেয়। বাবা তো উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তিনি আশীর্বাদ করছেন যে চিরজীবী হও, স্বর্গবাসী হও। স্বর্গকেই অমরপুরী বলা হয়। অমরনাথই এইরকম আশীর্বাদ করেন। অমরপুরীর দেবতারা তো পবিত্র ছিল, তাই না। হদের সম্বন্ধ ইত্যাদির থেকে মোহ ত্যাগ করতেই হবে। এখন বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলছেন, দেহের প্রতি মোহ থাকার জন্য তোমাদের এখানকার কথা স্মরণ আসছে, তাই দেহী-অভিমানী হলে অন্তিমে তোমাদের মুক্তিধাম এবং সুখধামের স্মরণ আসবে। শান্তিধাম এবং সুখধাম, এটা হল দুঃখধাম। আদি, মধ্য, অন্ত। নতুন দুনিয়া, মধ্যবর্তী দুনিয়া এবং পুরাতন দুনিয়া। যখন অর্ধেক সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন পুরাতন দুনিয়ার নাম শুরু হয়। এই পুরাতন দুনিয়া এখন নতুন হচ্ছে। কিভাবে আবার নতুন হচ্ছে সেটা এসে দেখো, বোঝো। কিন্তু কোটির মধ্যে কেউ মনোযোগ দিয়ে বুঝবে। হাজার লোক আসে, তাদের মধ্যে ২-৪ জন বেরিয়ে আসে। তারপর আবার ঢিলেও হয়ে যায়। একটা প্রদর্শনী থেকে যদি ২-৪ জনও বুঝে যায় তাহলেও অহো সৌভাগ্য। দিনে দিনে এই প্রদর্শনীরও বৃদ্ধি হবে। চলতে চলতে এরপর রোজ ১০ হাজার জনও আসবে। বড় বড় হল, বড় বড় চিত্রও হবে। যে বোঝাবে সেও দক্ষ হবে। অন্তিমে মহিমা তো প্রকাশ পাবেই। বলবে হে প্রভু, আপনার পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর গতি সব থেকে অনন্য । ভক্তির অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে। দেউলিয়া হয়ে গেলে বা কেউ মারা গেলে গুরুরা বলবে দেখেছ, ভক্তি ছেড়েছ তাই এইরকম হয়েছে। মায়াবী বিঘ্ন পড়ে, শ্রীমৎকে ছাড়া যাবে না । মায়া খুব মোহিনী, কত ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে। মনে করে আমাদের জন্য এটাই স্বর্গ হয়ে গেছে। এটা হল মায়ার জৌলুস (পম্প), রাবণ রাজ্যের পতন। বিজ্ঞানের কারণে মায়ার এখন অনেক ভভকা(জৌলুস)। মনে করে গান্ধীজী স্বর্গ স্থাপন করেছেন। তোমাদের এখন স্বর্গের জ্ঞান মিলেছে তাই বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে এটা হল নরক। এই রাজ্য হল মৃগ তৃষ্ণার সমান। (উদাহরণ স্বরূপ : দুর্যোধনের পান্ডবদের প্রাসাদ দেখে যে অবস্থা হয়েছিল)) এই রাজ্য গেল কি গেল। এটা হল কল্পের কথা। প্রতি কল্পেই নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয় এবং পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়, ত্রিমূর্তি শিবও থাকেন। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ হবে। তারপর যারা এখন রাজযোগ শিখছে তারাই রাজ্য চালাবে। দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করে জন্ম-জন্মান্তর তার পালনা করে। এটা বুদ্ধিতে ধারণ করে তারপর সেবা করতে হবে। তোমরা সত্যিকারের গীতার শিক্ষার্থী (স্টুডেন্ট)। নিজে শোনা, অন্যকে শোনানো এবং কাঁটাকে ফুল বানানো। তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে যাও। যেমন রবিবারে সবার ছুটি থাকে, সেইরকম অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা দুঃখ, কান্নাকাটি এবং মারামারি থেকে মুক্তি পেয়ে যাও।

আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিদিন রুহানি পড়া পড়তে হবে। যতদিন বেঁচে আছ, অবশ্যই পড়তে হবে।

২) হদের সম্বন্ধ বা দেহ থেকে মোহ ত্যাগ করে নিজের শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। সঙ্গদোষের থেকে নিজেকে সামলে চলতে হবে।

বরদান:- সব সময় নিজের হৃদয়ে বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা ওড়ানোর দৃঢ় সংকল্পধারী হও।

যেরকম স্নেহ থাকার জন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে এটাই আসে যে বাবাকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে। সেইরকম নিজের সংকল্প, বাণী এবং কর্মের দ্বারা হৃদয়ে প্রত্যক্ষতার পতাকা ওড়াও, সর্বদা খুশিতে থেকে নৃত্য করো, কখনো খুশি, কখনো উদাসী – এইরকম যেন না হয়। এমন দৃঢ় সংকল্প অর্থাৎ ব্রত ধারণ করো যে যতদিন পর্যন্ত বাঁচব ততদিন খুশিতে থাকব। মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা, আমার বাবা – এই গীত যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাজতে থাকে তাহলে প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়তে থাকবে।

স্লোগান:- যদি বিঘ্ন-বিনাশক হতে চাও তাহলে সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হও।